উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০০৯-২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.molwa.gov.bd

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০০৯-২০২৩

পৃষ্ঠপোষকতায়
জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনায়
জনাব ইসরাত চৌধুরী
সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
পটভূমি	১১
রূপকল্প	১১
অধ্যায় ২ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৯
অধ্যায় ৩ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন	
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন	৩৭
অধ্যায় ৪ বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন	
বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন	৪৭
অধ্যায় ৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	৫৭
অধ্যায় ৬ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ	
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	৭৩
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	৭৯
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	৮৫

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন জেনারেল নিয়াজী

অধ্যায় ১
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি/পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। সর্বপ্রথম বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২ নং ভবনের ৩টি কক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সহজে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ২০০২ সালে বিআরটিএ ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে কাজের কলেবর ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০ অক্টোবর ২০০৬ হতে সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকাতে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকতর সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), উদ্ভাবনী কার্যক্রম, সেবাপ্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, আবাসন নির্মাণ, চিকিৎসা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়াসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল প্রকার কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট।

২.০ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৪.০ প্রধান কার্যাবলী

৪.১ স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বিষয়;

৪.২ শহিদ, যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী প্রদান, আর্থিক ক্ষুদ্রঋণ ও রেশন প্রদান;

৪.৩ মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দাফন-কাফন ও সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৪.৪ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, গবেষণা ও প্রকাশনা;

৪.৫ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ;

৪.৬ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন;

৪.৭ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ;

৪.৮ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সম্মানী ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.৯ সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ ও মনিটরিং;

৪.১০ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর, সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন; এবং

৪.১১ যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, গণহত্যা দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন।

৫.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য ১	কার্যক্রমসমূহ ২
১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	• বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান
	• বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, গেজেটভুক্তকরণ, সনদ ও প্রত্যয়ন প্রদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তথ্য সংশোধন; • বিআরডিবি'র মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান
	• বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য ১	কার্যক্রমসমূহ ২
২. বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্মবোধ উজ্জীবিতকরণ	• নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন, ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন, মুক্তির উৎসব আয়োজন, জেলা ও বিভাগীয় শহরে শিক্ষক সম্মেলন এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন • মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগঠনসমূহ নিবন্ধন ও পরিবীক্ষণ
৩. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন	• মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইপত্র বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ ও সমাধিস্থল ইত্যাদি নির্মাণ এবং গণকবর, বধ্যভূমি, সম্মুখ সমরের স্থান, ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন • মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন

৬.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৬.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের ওপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৬.১.১ মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনে ওপর প্রভাব: ২ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানী ভাতা প্রদান এবং বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে তাঁদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য দূর এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। ৪৮,৩৫৩ জন অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ৪৫,৪২৯ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নে প্রভাব: বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে।

৬.১.২ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্মবোধ উজ্জীবিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের ওপর প্রভাব: দারিদ্র্য নিরসনের ওপর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।
নারী উন্নয়নের ওপর প্রভাব: নারী উন্নয়নের ওপর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

৬.১.৩ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের ওপর প্রভাব: দারিদ্র্য নিরসনের ওপর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

নারী উন্নয়নের ওপর প্রভাব: নারী উন্নয়নের ওপর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

৭.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধাদি এবং খেতাবপ্রাপ্ত ও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা:	• মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সম্মানী ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যে সকল যুদ্ধাহত, মৃত যুদ্ধাহত এবং শহিদ পরিবার আর্থিকভাবে পিছিয়ে আছেন তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যক্রমটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	
২. দেশের জেলা ও উপজেলাসমূহে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদান: মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এগুলোকে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যেখানে জেলা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়ের সংস্থান রয়েছে এবং অবশিষ্ট স্থাপনা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে এবং ভাড়া হতে অর্জিত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া, ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধদের কল্যাণে এ কার্যক্রমসমূহ দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	• মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিতকরণ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ এবং প্রকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ: মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্র প্রকল্প ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ, জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত করা হচ্ছে। এছাড়া 'বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা' এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌ-কমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শীর্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কারণে এ খাতকে তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	• বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্মবোধ উজ্জীবিতকরণ • মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪. দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ, বধ্যভূমিসমূহ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও মুক্তিযুদ্ধের গণকবর এবং স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের স্থানসমূহকে চিহ্নিত করে, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথার এবং সাহসিকতাপূর্ণ অবদান স্মরণ করে এর স্মৃতিকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ কালে শহিদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থান, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, বধ্যভূমি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ ও মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবরসমূহ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এ কারণে এ খাতকে চতুর্থ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	• মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন

অধ্যায় ২

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.১ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসকল বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে যারা নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে সরকার প্রথম বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ হতে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম' নামে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে ৪০,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবতীর্তে ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করে 'মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান' কার্যক্রম হিসেবে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ০১ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৯০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে এই ভাতার হার নির্ধারণ করা হয়েছে মাসিক ২০,০০০/- টাকা। নিম্নে এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেওয়া হলো:

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা প্রদান কার্যক্রমের অর্থবছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সংখ্যা	জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার (টাকায়)
২০০৮-০৯	১,০০,০০০ জন	৯০০.০০
২০০৯-১০	১,২৫,০০০ জন	১৫০০.০০
২০১০-১১	১,৫০,০০০ জন	২০০০.০০
২০১১-১২	২,০০,০০০ জন	২০০০.০০
২০১২-১৩	২,০০,০০০ জন	৩০০০.০০
২০১৩-১৪	২,০০,০০০ জন	৩০০০.০০
২০১৪-১৫	২,০০,০০০ জন	৫০০০.০০
২০১৫-১৬	২,০০,০০০ জন	৮,০০০.০০
২০১৬-১৭	২,০০,০০০ জন	১০,০০০.০০
২০১৭-১৮	১,৮৬,২৪০ জন	১০,০০০.০০
২০১৮-১৯	১,৮৮,৪৩৭ জন	১০,০০০.০০
২০১৯-২০	১,৯১,৮৯৮ জন	১২,০০০.০০
২০২০-২১	১,৯২,৯৯৮ জন	১২,০০০.০০
২০২১-২২	১,৯২,৫০০ জন	২০,০০০.০০
২০২২-২৩	১,৯৩,৮০০ জন	২০,০০০.০০
২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২,০০,০০০ জন। ১,৯৪,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	২০,০০০.০০

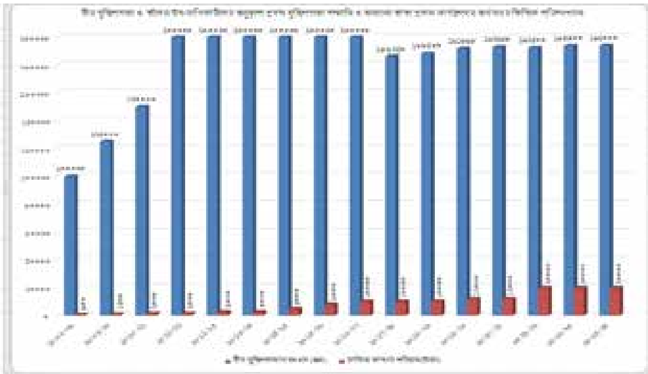

বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে Government to Person (G2P) প্রক্রিয়ায় EFT পদ্ধতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা/উপকারভোগীর সম্মানী ভাতা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে G2P প্রক্রিয়ায় সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে প্রদেয় সম্মানি ভাতার বিবরণ

ক্রমিক নং বিবরণ	পরিমাণ
১. মাসিক সম্মানী ভাতা	২০,০০০ টাকা
২. উৎসব ভাতা (২টি প্রতি বছর)	১০,০০০ টাকা হারে
৩. মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধুমাত্র জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য)	৫,০০০ টাকা
৪. বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০০০ টাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ ২০২০ অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারবর্গ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হন:

- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী/স্বামী সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভাতা সমহারে বিভাজ্য হবে;
- ❖ কোনো স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক প্রাপ্ত হলে তার সন্তান/সন্তানগণ মায়ের ভাতার অংশ প্রাপ্য হবেন;
- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁর স্বামী/স্ত্রীর অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা ও মাতার প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ সমহারে প্রাপ্য হবেন;
- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকলে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তানগণ সমহারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন;
- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী, পিতা-মাতা ও সন্তানের অবর্তমানে কেবল জীবিত সহোদর ভাই-বোন সমহারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন;
- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধার তালাক প্রাপ্ত স্বামী/স্ত্রী সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন না;
- ❖ কোনো বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

১.২ বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সহায়তা

১.২.১ দেশের সকল সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয় হতে প্রাপ্ত ৪% অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের নিমিত্ত ২০০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এ প্রেরণ করা হতো এবং সেখান থেকে তা ব্যয় করা হতো। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশের মাধ্যমে হাটবাজারের ইজারালব্ধ আয় হতে প্রাপ্ত এ অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এর পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ একাউন্টে জমাকৃত অর্থ হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ বরাদ্দ প্রদানপূর্বক ব্যয় করা হতো।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ এর আদেশ অনুযায়ী দেশের সকল সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত দু'টি ব্যাংক হিসাবে জমা হচ্ছে। বর্ণিত ব্যাংক হিসাব দু'টি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। শুরুতে এ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কোন নীতিমালা ছিল না। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদন/চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হতো। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে "বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫ (জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত)" জারি করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত খাতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা হতো:

ক) গৃহ নির্মাণ/সংস্কার;
খ) চিকিৎসা;
গ) শিক্ষা;
ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত; এবং
ঙ) কন্যা সন্তানের বিবাহ।

বর্ণিত নীতিমালার আওতায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা বাবদ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা ব্যয় করার সংস্থান ছিল। এছাড়াও, গৃহ নির্মাণ/সংস্কার বাবদ সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা, প্রতি সন্তানের লেখাপড়া বাবদ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা (সর্বোচ্চ দুই সন্তানের জন্য), প্রতি কন্যা সন্তানের বিবাহের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা (সর্বোচ্চ দুই সন্তানের জন্য) ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদানের সংস্থান ছিল।

১.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এবং এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত পরিপত্রের আলোকে দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১৪টি বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্ণিত হাসপাতালের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান শুরু হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়পূর্বক উল্লিখিত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হতো।

১.২.৩ বাস্তবতার নিরীখে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনপূর্বক ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে নতুন নীতিমালা "বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২১" জারি করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত খাতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা হয়:

ক) চিকিৎসা; এবং

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত।

১.২.৪ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১ সালে জারীকৃত নীতিমালা সংশোধনপূর্বক গত ১৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে নতুন নীতিমালা "বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২২" জারি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণিত দু'টি খাতে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর আলোকে সকল সরকারি হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা, এবং বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা এবং ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সাথে এ মন্ত্রণালয়ের পৃথক পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত ২৪ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে এ সেবা প্রদান করা হয়:

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা;

(২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা;

(৩) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;

(৪) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা;

(৫) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী ঢাকা;

(৬) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা;

(৭) জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;

(৮) জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(৯) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(১০) জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(১১) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা;
(১২) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(১৩) শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা;
(১৪) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ;
(১৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম;
(১৬) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ;
(১৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী;
(১৮) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর;
(১৯) এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট;
(২০) শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল;
(২১) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা;
(২২) বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা;
(২৩) শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ এন্ড সার্জারি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, কামরুজ্জামান স্মরণি, ঢাকা;
(২৪) ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।

১.২.৫ সাধারণ চিকিৎসায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক (জুলাই-জুন) সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করা যাবে। হাসপাতালভেদে ব্যয়সীমা নিম্নরূপ:

ক) উপজেলা হাসপাতালে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা;
খ) জেলা হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা;
গ) বিভাগীয় হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা;

বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ সীমা ৭৫,০০০/- টাকা। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৭৫,০০০/- টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃক বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩,০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয়ের পর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেওয়া যাবে। এ তহবিল হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্ত্রী/স্বামী বা সন্তানগণ বা অন্য কাউকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই।

দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ২৪টি বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চুক্তি স্বাক্ষর

১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত (প্রমাণ সাপেক্ষে) ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহ মেরামত বা সংস্কারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকাভুক্ত জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এককালীন সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য এ সহায়তা প্রযোজ্য এবং জীবদ্দশায় একবারের অধিক এই অনুদান প্রাপ্য নন।

১.৪ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বিধবা স্ত্রী/সন্তানদের জন্য আবাসন "বীর নিবাস" প্রদান করতে হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে "বীর নিবাস" আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ বাসস্থান "বীর নিবাস" নির্মাণ ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'বীর নিবাস' হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য তৈরি 'বীর নিবাস' এর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কার্যক্রমের ডিজিটাল উদ্বোধন

১.৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই বিতরণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত বই বিতরণ করা হচ্ছে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে যাচাই সাপেক্ষে অনুদান হিসেবে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই প্রদান করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮৭টি প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪১৫০ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বই বিতরণের তথ্যাদি নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থবছর	লাইব্রেরি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)	বিতরণকৃত (কপি)
২০১৭-২০১৮	১৬১	৭,৯৩৯
২০১৮-২০১৯	৭০	২,৯৯৯
২০১৯-২০২০	৪৬	৪,২৬৫
২০২০-২০২১	৯৫	৮,৭৪৫
২০২১-২০২২	৮৭	১৩,৮৬৫
২০২২-২০২৩	৭৮	১৪,১৫০

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভারতীয় হাই কমিশনারকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই উপহার

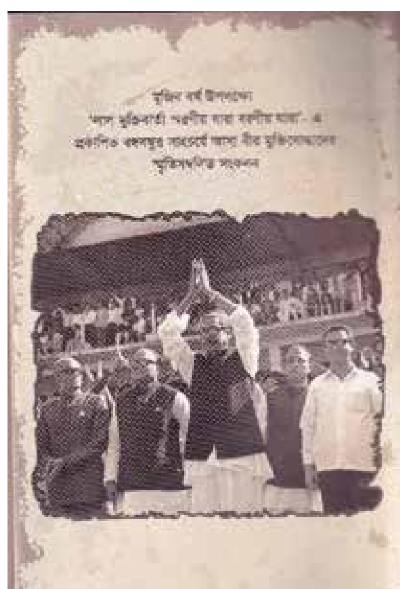

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিসংবলিত সংকলন
'স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু' বই এর মোড়ক

"স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু" শিরোনামের বই এর মোড়ক উন্মোচন

১.৬ বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন ও দাফন বা সৎকার

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর যথাযথ মর্যাদায় রাষ্ট্রীয় ভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ, ২০২০"। উক্ত আদেশ অনুযায়ী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে দাফন/সৎকারের জন্য নিজ উপজেলায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, নিজ জেলায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৭,০০০ (সাত হাজার) টাকা, নিজ বিভাগে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৯,০০০ (নয় হাজার) টাকা এবং অন্য স্থানে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১৪,৫০০ (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা সরকারি অনুদান ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

১.৭ বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান

২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকার ছাত্র-ছাত্রীকে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী দুই বৎসর অতিক্রান্তের পূর্বে এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হয়। বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে মেধা তালিকা প্রস্তুতকরণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা, একটি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়। মাসিক/ত্রৈমাসিক (Monthly/Quarterly) ভিত্তিতে বৃত্তির টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রতি উপজেলায় অন্তত একজনের কোটা নির্ধারিত থাকে। অবশিষ্ট বৃত্তি দেশব্যাপী মেধা তালিকা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পিএইচডি প্রত্যাশী আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিবছর বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বৃত্তির পরিমাণঃ

ক্রমিক	শিক্ষার ধরন	মেয়াদকাল	প্রদত্ত বৃত্তির মাসিক হার
১	সাধারণ শিক্ষা	৫ (পাঁচ) বছর	৩,০০০/-
২	বিশেষায়িত মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং	৫ (পাঁচ) বছর	৩,৫০০/-
৩	পিএইচডি	৩ (তিন) বছর	৪০,০০০/-

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখা ভারতীয় মিত্র বাহীনির পরিবারের সদস্যদের হাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি এবং সচিব, ইসরাত চৌধুরী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি ও ক্রেস্ট প্রদান

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখা ভারতীয় মিত্র বাহীনির পরিবারের সদস্যদের হাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি এবং সচিব, ইসরাত চৌধুরী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি ও ক্রেস্ট প্রদান

১.৮ বিআরডিবি এর মাধ্যমে দেয় ক্ষুদ্র ঋণ

২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের (প্রাপ্ত বয়স্ক) দশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই ঋণের মেয়াদ দুই বছর বিশেষ ক্ষেত্রে তিন বছর।

১.৯ ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশিপ স্কিম

প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন ২০,০০০/- টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ে ১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর জুলাই/আগস্ট মাসে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়। মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা হয়।

১.১০ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র প্রদান ও সনদ প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ০৮ ধরনের নিরাপত্তাযুক্ত পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। যুদ্ধাহত, শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তাযুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।

১.১১ বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ৫% কোটা সংরক্ষিত আছে। যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনীদের জন্য ১৪ গ্রেড হতে ২০ নং গ্রেড পর্যন্ত ৩০% কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

১.১২ গেজেট সংক্রান্ত তথ্য

২০১০-২০২৩ সময়কালে মোট ১৩৭৫২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ৯০৮১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট সংশোধন, ৩৬৪১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল এবং ১৮৫৯১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণ করা হয়।

১.১৩ ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ডিজিটাল সনদ ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৬৪টি জেলায় মোট ১,৮২,৩৫২টি ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও ৯৫,২৪৫টি স্মার্ট আইডি কার্ড বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে প্রদান করা হয়েছে।

১.১৪ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এম.আই.এস

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিতরণ করা হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা G2P পদ্ধতিতে EFT প্রক্রিয়ায় MIS এর মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ১,৯৩,৩৯৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা/পরবর্তী ওয়ারিশদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য MIS এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক উপকারভোগীর নিকট ইলেক্ট্রনিক G2P পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে পৌঁছাবে। ফলে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন হবে এবং নাগরিকের সময়, খরচ ও ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে। এ ছাড়াও বছরে কয়েকশত কোটি টাকার অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁদের পরবর্তী ওয়ারিশগণের তথ্য কালের পরিক্রমায় স্মৃতির অতল গহীনে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে MIS এর পাবলিক ভিউ আকারে সংক্ষিপ্ত ভার্সনটি সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ MISটি প্রস্তুতকৃত এবং নিয়মিত হালনাগাদকরনের প্রয়োজন হবে বিধায় মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতেও দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিকাশ ও অবকাঠামোর উন্নয়ন হবে।

১.১৫ War Veterans এর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিবছর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিভিন্ন পদবিধারী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালে নেভাল মাইন অপসারণ কার্যে অংশগ্রহণকারী রাশিয়ার সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিভিন্ন পদবির ৭৫ জন (সস্ত্রীক) War Veterans এর সম্মানে ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

War Veterans *এর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি*

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়

১.১৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতেও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের সদস্যগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা হয়। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

১৯৭২ সালে ঢাকা সফর শেষে তেজগাঁও বিমান বন্দরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বিদায় জানাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সমর্থন আদায়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অটল বিহারি বাজপেয়িকে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়। ৭ জুন ২০১৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে অটল বিহারি বাজপেয়ির এই সম্মাননা তুলে দেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে

অধ্যায় ৩
মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

১.০ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী জাকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি বিগত ০৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ১ম সভায় সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে বেশিরভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন/উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি। গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫ম সভায় সংশোধিত নিম্নবর্ণিত ৫০টি কর্মসূচি গৃহীত হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

১. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী ৫০ টি জাতীয় পতাকা সংবলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি এবং মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়;

২. সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভারত, ভুটান ও রাশিয়াসহ বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, সে প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ, ২০২১ ভারত ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন;

৩. বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়;

৪. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়;

৫. ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ঢাকার হাতিরঝিল প্রাঙ্গনে লাইট এন্ড লেজার শো ও ড্রোন শো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের উপযুক্ত স্থানে LED স্ক্রিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার প্রচার এবং পোস্টার, ব্যানার প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়;

৬. ২৫ মার্চ, ২০২২ তারিখ সকাল ১০ টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলোচনা সভা, তথ্যচিত্র এবং মঞ্চ নাটক অনুষ্ঠিত হয়;

৭. প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরঙ্গনাসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়;

৮. বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল উপহার প্রদান করা হয়;

৯. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়;

১০. ৬৬টি জাতীয় পর্যায়ে এবং ১৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল/ক্রিকেট/কাবাডি ও অন্যান্য টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়;

১১. প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা হয়;

১২. প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব আয়োজন করা হয়;

১৩. ২৬ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন করা হয়;

১৪. ১১ মার্চ হতে ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপী ৪৮টি দেশে ১৪০টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়;

১৫. কেন্দ্রীয়ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

১৬. প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়;

১৭. সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ/মিনার/কলাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

১৮. সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তন করা হয়;

১৯. দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

২০. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার বাসস্থান (বীরনিবাস) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২১. 'বীরের কন্ঠে বীরগাঁথা' বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড ও আর্কাইভকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২২. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচিতিমূলক ডিজিটাল সনদপত্র ও স্মার্টকার্ড প্রদান করা হয়;

২৩. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রচার ও আর্কাইভকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২৪. মিত্র বাহিনীর নিহত সদস্যদের স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখ যৌথভাবে উদ্বোধন করা হয়;

২৫. ভারতের ত্রিপুরা ও অন্যান্য স্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২৬. মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হেডকোয়ার্টারসে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২৭. মুজিবনগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 'স্বাধীনতা সড়ক' এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে;

২৮. সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা/স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২৯. বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অগ্রগতি বিষয়ক গ্রন্থ/গবেষণামূলক পান্ডুলিপি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা/গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৩০. 'মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন' শিরোনামে ৭১' এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৩১. বাছাইকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৩২. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ মোবাইল গেমস, ডকুমেন্টারি, টিভিসি ও চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৩৩. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়;

৩৪. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক টিভিসি, ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র সারাদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়;

৩৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ যেমন নৌ-কমান্ডো আক্রমণের উপর 'অপারেশন জ্যাকপট' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৩৬. দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়;

৩৭. জীবিত বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল টক-শো এর আয়োজন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়;

৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে গত ১৮ মার্চ হতে ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ ভাস্কর্য প্রদর্শনী করা হয়;

৩৯. সুবর্ণজয়ন্ত্রী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বছরব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়;

৪০. "জয় বাংলার জয়োৎস" নামে সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৬মার্চ, ২০২২ তারিখ সন্ধা ৬:২০ মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চ্যুয়ালী উদ্বোধন করা হয় যেখানে মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধান বিচারপতিসহ

অন্যান্য সুধিজন উপস্থিত ছিলেন এবং ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে হাতিরঝিল প্রাঙ্গনে লাইট এন্ড লেজার শো, আতশবাজি ও ড্রোন শোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করা হয়;

৪১. সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে খ্যাতিমান রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৪২. স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৪৩. ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ রাতে আমন্ত্রিত বিদেশী বন্ধুদের (ওয়ার ভেটেনারদের) সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানসহ নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়;

৪৪. দেশের সকল ওয়ার্ডে ০১ মার্চ ২০২২, সকল উপজেলায় ০২মার্চ ২০২২, সকল ইউনিয়ন/পৌরসভায় ০৩ মার্চ ২০২২, সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদে ০৫ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুর উপর ছড়া, কবিতা, গান, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়;

৪৫. দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, নৃত্য, আতশবাজি, ব্যাপক আলোকসজ্জা ইত্যাদির মাধ্যমে বছরব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়;

৪৬. স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং জেলা-উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়;

৪৭. ১৯৭১ Genocide Mapping শিরোনামে ৮টি বিভাগে ভাস্কর্য প্রদর্শনী করা হয়;

৪৮. Courtroom Drama on Bangabandhu Murder Trail শিরোনামে ড্রামা ও ওয়েব সিরিজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

৪৯. 'পথে পথে বিজয়' শিরোনামে শত্রুমুক্ত হওয়ার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৭টি অঞ্চল যথা: পঞ্চগড়, যশোর, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, কক্সবাজার ও সিলেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ ও ১৩টি উপ-আঞ্চলিক বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়;

৫০. মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়ার্ড আয়োজন, মেডিসন গার্ডেন কনসার্ট, মুক্তিযুদ্ধ Interactive Game, দেশের ৫০টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপেক্সে Digital Edutainment Center স্থাপন, সুবর্ণজয়ন্তী ওয়েবসাইট ও কুইজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে ড্রোন শো আয়োজন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে ড্রোন শো আয়োজন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে ড্রোন শো আয়োজন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে ড্রোন শো আয়োজন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত জয় বাংলার জয়োৎসব আয়োজন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত জয় বাংলার জয়োৎসব আয়োজন

অধ্যায় ৪
বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন

১.০ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় নিম্নোক্ত দিবসগুলো উদ্‌যাপন/পালন করে:

- ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
- ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
- ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। দিবসগুলো উদ্‌যাপন/পালনের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। দিবস উদ্‌যাপন/পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা উড়িয়ে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শিশু কিশোর সমাবেশে শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন

মহান বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ প্যারেড পরিদর্শন করেন

মহান বিজয় দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে পৌঁছালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাগত জানান

মহান বিজয় দিবস প্যারেডে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুশল বিনিময় করেন

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরির প্যারেড উপভোগ

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্যারেড উপভোগ

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শ্রদ্ধা নিবেদন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন

অধ্যায় ৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১.০ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১.১ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ

- 'ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭৪.৫৮ (একশত চুহাত্তর কোটি আটান্ন লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই-২০০৯ হতে জুন-২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
- প্রকল্পের আওতায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট স্বাধীনতা স্তম্ভ (গ্লাস টাওয়ার) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, টাওয়ার সংলগ্ন সাউথ প্লাজার অবশিষ্ট কাজ ও শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর সজ্জিতকরণ, ভূ-গর্ভস্থ অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ, ভূগর্ভস্থ ফোয়ারা, টেরাকোটা ম্যুরাল ও উন্মুক্ত মঞ্চের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.২ ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ

- ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে **১৯৭১** সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহিদ ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সার্বিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ৬২.৮৪ কোটি (বাষট্টি কোটি চুরাশি লক্ষ) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।
- **১৩** তলা বিশিষ্ট এ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের অর্জিত আয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে নির্মিত বহুতল ভবন

১.৩ মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রকল্পটি জুলাই-২০০৮ হতে জুন-২০১২ মেয়াদে ১০.৪৭ কোটি (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩টি সম্মুখ সমরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

১.৪ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

- প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে ২২.৯৭ কোটি (বাইশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি জেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

১.৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য আগারগাঁওয়ে ১০০ (একশত) কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ ২০১৬ সালে সম্পন্ন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা

১.৬ ভূমিহীন ও অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ

- দেশের ভূমিহীন ও অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে ২৭১.১১ (দুইশত একাত্তর কোটি এগারো লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ভূমিহীন ও অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় ২৯৬২ (দুই হাজার নয়শত বাষট্টি)টি বাসস্থান নির্মাণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ

১.৭ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৫.৮৩ কোটি (পঁচিশ কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

- প্রকল্পের আওতায় ২৭২ (দুইশত বাহাত্তর)টি স্থানে ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ মেরামত ও পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১.৮ সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক 'সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ১৫২.৬৭ (একশত বায়ান্ন কোটি সাতষট্টি লক্ষ)টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।

- এ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এসকল ভবনের অর্জিত আয় থেকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয়, নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে।

১.৯ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় "নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪৪.৫৬ (চুয়াল্লিশ কোটি ছাপান্ন লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত ভ্রাম্যমান জাদুঘর বাস এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ১০ (দশ) টি মুক্তির উৎসব এবং ৬৩ (তেষট্টি)টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ এর কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভ্রাম্যমান জাদুঘর বাস উদ্বোধন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভ্রাম্যমান জাদুঘর বাস উদ্বোধন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভ্রাম্যমান জাদুঘর বাস উদ্বোধন

১.১০ মহান "মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এমভি ইকরাম'কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর নির্মাণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প

- ১৯৭১ সালে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হওয়া মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অন্যতম অধ্যায় 'অপারেশন জ্যাকপট'। এ প্রেক্ষিতে "মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এমভি ইকরাম'কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর নির্মাণ" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প মোট ৩.৯৪ (তিন কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

- সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এম.ভি একরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের নকশা এবং 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.১১ "ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শৈশব, রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম, স্মৃতিবিজড়িত জেলা ফরিদপুর। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি মোট ০৯ দিন পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন এবং ঢাকা ও ফরিদপুর মিলে দীর্ঘ কারাভোগের পর ফরিদপুর জেল হতে তিনি মুক্তি পান। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য "ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প মোট ৩.৬৩ (তিন কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

- সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের নকশা এবং 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' প্রস্তুত হয়েছে।

২.০ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

২.১ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ১২২৩.৫৪ (এক হাজার দুইশত তেইশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- প্রকল্পটির আওতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধনের জন্য দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭০টি উপজেলায় ৩তলা বিশিষ্ট একটি করে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৪৩৬ (চারশত ছত্রিশ)টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ (দশ) টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- এ সকল ভবনের অর্জিত আয় থেকে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয়, নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

২.২ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ২০৫.৮৩ (দুইশত পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে, দেশের ৬৪টি জেলার ২৩১ (দুইশ একত্রিশ)টি উপজেলার ৩৬২ (তিনশত বাষট্টি)টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ/জাদুঘর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৫(দুইশত পঞ্চান্ন) টি ঐতিহাসিক স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ এবং ৫২ (বায়ান্ন) টি ঐতিহাসিক স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ

২.৩ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক "ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩৯৭৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংশোধনের প্রস্তাব একনেক কর্তৃক ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে অনুমোদন হয়েছে।

- ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর মহান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের উজ্জ্বলতম স্মৃতিকে সংরক্ষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন ও ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ভুগর্ভস্থ কার পার্কিং-৯৭%,মসজিদ ৯৬%, ফুড কিউস্ক (৭)টি-৯৬%, ওয়াকওয়ে-৬৫% এবং ওয়াটার ফাউন্টেইন-৮২%, ওয়াটার রিজার্ভার-১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সামগ্রিকভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০%।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত গ্লাস টাওয়ার

২.৪ মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪৬.৮০ (ছিচল্লিশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত স্মৃতিসৌধের ভিত্তি সম্পন্ন হয়েছে, পূর্বদিকের ফুড কিয়োস্ক এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, ইট গাথুনীর কাজ চলমান, পশ্চিম দিকের ফুড কিয়োস্ক এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, ইট গাঁথুনীর প্রস্তুতি চলছে, জাদুঘরের ১ম তলার ছাদ ঢালাই

সম্পন্ন, ২য় তলার কাজ চলমান রয়েছে। টিকেট কাউন্টার ও ব্রিজের ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান, টয়লেটের ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান, বালু ভরাটের কাজ শেষ পর্যায়।
সম্পন্ন, ২য় তলার কাজ চলমান রয়েছে। টিকেট কাউন্টার ও ব্রিজের ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান, টয়লেটের ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলমান, বালু ভরাটের কাজ শেষ পর্যায়।

- সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫৮%।

২.৫ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর/উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে "শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪৪৫২৩.৫১ লক্ষ (চারশত পয়তাল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

- প্রকল্পের আওতায় ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০০০ (পাঁচ হাজার)টি সমাধিস্থল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২.৬ ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর/স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪৪২.৪০ (চারশত বিয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

- প্রকল্পের আওতায় ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত ২৮১ (দুইশত একাশি)টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে।
- সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৩৪ (চৌত্রিশ)টি বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৭ (সাত)টি স্থানে বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২.৭ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ 'বীর নিবাস'

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩০(ত্রিশ) হাজার অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আবাসন বরাদ্দের লক্ষ্যে "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪১২২.৯৮ (চার হাজার একশত বাইশ কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে অক্টোবর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)টি আবাসন নির্মিত হবে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (প্রায়) ১০৬৭৩ (দশ হাজার ছয়শত তেহাত্তর)টি আবাসন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ১০৭২৯ (দশ হাজার সাতশত উনত্রিশ)টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় নির্মিত বীর নিবাস

২.৮ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্যানারোমা নির্মাণ (কারিগরি সহায়তা) প্রকল্প

- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্মরণীয় করে রাখাসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিকামী জনগণের আত্মত্যাগের মহিমা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য "মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ (কারিগরি সহায়তা)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ৪৫.২৮ (পয়তাল্লিশ কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় প্যানোরমার স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত নকশা ডিপিপিসহ অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে।

২.৯ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সমাজে বিস্তৃতকরণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের বিষয়ে গবেষণা করার নিমিত্ত "বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক মোট ২১.৯৫ (একুশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১২ টি গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ১ম পর্যায়ের ০৪টি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে, ২য় পর্যায়ের ০৪টি গবেষণার বিষয়ে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, ৩য় পর্যায়ের ০৪টি গবেষণা কার্যক্রমে দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান ।
- উক্ত প্রকল্পের আওতায় নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৩৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা সম্বলিত ৩৩,৬৫২টি বই বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের স্থানীয় পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শোনানোর জন্য দেশের ০৫টি জেলায় ১০ (দশ) টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

২.১০ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ

- চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নান্দনিক আবহে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য "বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌ কমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৩.৫০ (তেইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়েছে। শ্যুটিং চলমান রয়েছে।

২.১১ বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা

- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৭১ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলী ধারাভাষ্য আকারে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা ও তথ্য রেকর্ডের মাধ্যমে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই লক্ষ্যে "বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা" শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯৫৭.০৫ (উনপঞ্চাশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.১২ "খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থল/সমাধিস্থল সংরক্ষণ/উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থল/সমাধিস্থল সংরক্ষণ/উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৩৫৫৫.০৫ লক্ষ (পঁয়ত্রিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

৩.০ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প

৩.১ মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক মেহেরপুরের মুজিবনগর স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্মৃতি বিজড়িত স্থান। মুক্তিকামী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১- এ গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমৃদ্ধ তথ্য ও নিদর্শন দেশবাসী তথা ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে স্মৃতিকেন্দ্র, জাদুঘর ও ভাস্কর্য নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ওপর সর্বশেষ গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ০১/০৮/২০২৩ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৫১৭০২.৬৬ লক্ষ (পাঁচশত সতেরো কোটি দুই লক্ষ ছিষট্টি হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

৩.২ "মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এম.ভি.একরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রস্তাবিত 'মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এম.ভি.একরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৭৫১২.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৩ “ফরিদপুর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রস্তাবিত ‘ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০১৯৬.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৪ “জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দাপ্তরিক কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ৫১৪টি জেলা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে ক্যাপসুল লিফট স্থাপনের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪৯০৮৩.৭৪ লক্ষ (চারশত নব্বই কোটি তিরাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ওপর গত ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৫ “প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মননে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্মেষ সাধনের নিমিত্ত এবং দেশের সকল সরকারি, বেসরকারি ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার ১ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কিত লিফটলেটসহ পাটের ব্যাগ বিতরণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২৮৬৯৭.৩৮ লক্ষ (দুইশত ছিয়াশি কোটি সাতানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইতঃপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

অধ্যায় ৬

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল

১.০ পরিচিতি/পটভূমি

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গঠন করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কাজ করে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে অদ্যাবধি (২০০৯-২০২৩) পর্যন্ত মোট ৮৭ (সাতাশি)টি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার গেজেটভুক্তি, চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি, মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসেবে গেজেটভুক্তি, শব্দ সৈনিক হিসেবে গেজেটভুক্তি, বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি, বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি, বীরাঙ্গনা হিসেবে গেজেটভুক্তি এবং বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও অমুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট ও সনদ বাতিলেরও সুপারিশ করা হয়।

২.০ রূপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার আলোকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণসাধন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৪.০ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৪.১ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে মোট ১৫,৫২৮ জন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার নাম, ৭৬১ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নাম, ১৯৭ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার নাম, ৯৫ জন চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধার নাম, ২৭৩ জন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধার নাম, ২১৮ জন শব্দ সৈনিকের নাম, ৫২১ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) এর নাম, ৩৯ জন সেনা মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়ও, ৯১৯ জনের বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। ২৩,৫৭১ জনের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের জন্য সুপারিশ করা হয়। ৫,৯৩৪ জন অমুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.২ সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এসএমএস সার্ভিস সফটওয়্যার নামে একটি ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বিভিন্ন সংগঠনের ডাটাবেজ (Database) নির্ভর তথ্যের ভান্ডার ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় কার্যসম্পাদন হয় এরূপ ডাটাবেস (Database)/ (Application) তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪.৩ হেল্প ডেস্ক স্থাপন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ১৩দশ (ত্রয়োদশ) তলায় সেবাপ্রত্যাশী/মুক্তিযোদ্ধা বা তার পরিবার/ প্রতিনিধিদের সুবিধার্থে ১টি মানসম্মত হেল্প ডেস্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এখানে একজন দক্ষ কর্মচারীকে পদায়ন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্কে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং ইন্টারকম স্থাপন করা হয়েছে। শতশত সেবাপ্রত্যাশী এখান থেকে তাদের চাহিত তথ্যাদিসমূহ জেনে উপকৃত হচ্ছেন।

৪.৪ মুজিব কর্ণার কাম লাইব্রেরী স্থাপন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ১৩দশ (ত্রয়োদশ) তলায় মুক্তিযোদ্ধার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ/মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মুজিব কর্ণার কাম লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সেবা প্রত্যাশীদের বসার জন্য সোফা সেট, টিভি সেট, বুকসেল্ফ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কিত তথ্য, উল্লেখযোগ্য বাণী, ভিডিও চিত্র, বঙ্গবন্ধুর ছবি, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) "বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদে মোট ২১.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো: (ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ এবং এসব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও দেশ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান বিষয়ে ১২টি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা; (খ) নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে দেশের ৩৫৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত ৩৫৮০০টি বই সরবরাহ; এবং (গ) শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানোর জন্য সকল জেলায় মোট ১২৮টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

অনুমোদিত প্রকল্পটির জন্য সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসে সরকারের উপসচিব ড. মোঃ নুরুল আমিনকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০২২ মাসে একজন অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর ও একজন অফিস সহায়ক নিয়োগদান করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় প্রথমবারের মত ২৯১.৭৫ (দুই কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়করণ করা হয়। তন্মধ্যে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ২৩৮.৭০ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। সরকারের কৃচ্ছ্রতাসাধন নীতির আওতায় ছাড়কৃত অর্থের ৮৫% অর্থাৎ ২৪৭.৯৯ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়যোগ্য ছিল। অর্থাৎ ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৬.৩% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ১২টি গবেষণার মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টি গবেষণার জন্য গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন (QCBS) পদ্ধতিতে ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৩৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০টি করে মোট ৩৫,৮০০টি বই সরবরাহের পরিকল্পনার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩৩,৬৫২টি বই ক্রয় করা হয়েছে, ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ১০৯৪৭টি বই সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বইসমূহ প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। শিক্ষার্থীদের স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানোর জন্য ৬৪টি জেলায় মোট ১২৮টি অনুষ্ঠান আয়োজন পরিকল্পনার বিপরীতে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ৩১টি জেলায় ৬১টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

৪.৬ সংগঠন/সমিতি নিবন্ধন

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে নিবন্ধিত ২৬২টি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করা হচ্ছে। সংগঠনের সদস্যগণ (বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তান-সন্ততি) ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে নিয়মিতভাবে সমিতি পরিদর্শন এবং নবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

স্বাধীনতা
ভবন
EASTLAND INSURANCE CO LTD
Bank Ltd.

১.০ ভূমিকা/পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকাস্থ এলিফ্যান্ট রোডে অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ পট সংখ্যা ৩৩টি। ১৯৮৬ সালে এলিফ্যান্ট রোড থেকে অস্থায়ী কার্যালয়টি ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব 'স্বাধীনতা ভবন' এ স্থানান্তর করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ বলে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধনকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

২.০ রূপকল্প (Vision)

শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

৪.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যাবলি

৪.১ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ এবং সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ-২০২১ অনুযায়ী শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকার কর্তক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা, উৎসব ভাতা বা অন্য কোনো ভাতা, সম্মানী বা সুবিধা প্রদান;

৪.২ ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থ্যবান করার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কাযক্রম গ্রহণ;

৪.৩ যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;

৪.৪ বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তার ব্যবস্থাপনা;

৪.৫ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;

৪.৬ যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

৪.৭ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;

৪.৮ যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের রেশন সুবিধাসহ প্রদান;

৪.৯ ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;

৪.১০ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ ; এবং

৪.১১ ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা।

৫.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৫.১ এ সময়ে ১,২০০ কোটি টাকা মূল্যের ২০.৭৮ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। উক্ত সম্পত্তিতে ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;

৫.২ মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এ অবৈধ দখলে থাকা ১০.০০ কোটি টাকা মূল্যের ১৩টি ফ্ল্যাট উদ্ধার করা হয়েছে। এসকল ফ্ল্যাট প্রকৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে;

৫.৩ গুলিস্তান শপিং কমপেক্সে অবৈধ দখলে থাকা ২.০০ কোটি টাকা মূল্যের ১০ টি দোকান উদ্ধার করে ভাড়ার আওতায় আনা হয়েছে;

৫.৪ গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স হতে ১০৫০ টন আবর্জনা অপসারণ ও ৯ম তলা থেকে শুরু করে ১৫তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে;

৫.৫ ১৫টি মামলায় ট্রাস্টের পক্ষে রায় হওয়ায় ২৬.৯১ একর জমি নিষ্কন্টক হয়;

৫.৬ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২৯ তলা ও ১৯ তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে;

৫.৭ গজনবি রোডে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ সংস্কার সম্পন্ন এবং টয়েনবি সার্কুলার রোডে পূর্ণিমা ফিলিং অ্যান্ড সার্ভিস স্টেশন উন্নয়ন ও সংস্কার শুরু করা হয়;

৫.৮ মুন সিনেমা হল কমপ্লেক্স এর বিভিন্ন জটিলতা নিরসন করা হয়েছে;

৫.৯ বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি খাতে ১১৮,২৯,১১,৭৪২/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে;

৫.১০ বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তির হার বৃদ্ধি করে সাধারণ শিক্ষায় ১,০০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় ১,৫০০/- টাকা হতে ৩,৫০০/- টাকা করা হয়েছে;

৫.১১ ৮৮ মতিঝিলস্থ স্বাধীনতা ভবন মেরামত ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে;

৫.১২ দীর্ঘ ২৭ বছর পর ঢাকার তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজেস লি: এর লিজ গ্রহীতার নিকট হতে পাওনা ২.৭০ কোটি টাকা বকেয়া ভাড়া আদায়;

৫.১৩ ট্রাস্টের আর্থিক শৃংখলা আনয়ন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত সকল সেবা ডিজিটালাইজেশন, আধুনিকায়ন ও সহজীকরণ করা হয়েছে;

৫.১৪ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা প্রদান;

৫.১৫ ঢাকাস্থ ৪নং হাটখোলা রোডের ২৬.৯৫ শতক ও দীর্ঘ ৫০ বছর পর ১/৬ গজনবি রোডের ২০.২০ শতক জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;

৫.১৬ ১৯৮৮ সালের পর ট্রাস্টে রাজস্ব খাতে কোনো জনবল নিয়োগ হয়নি। এ সময়ে ২৫ জন স্থায়ী জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ট্রাস্টের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অস্থায়ীভাবে (দৈনিক ভিত্তিক ও নির্ধারিত বেতনে) ৫৬ জনকে নিয়োজিত করা হয়েছে;

৫.১৭ গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকের চাকরি অবসান করা হয়েছে। এতে ২,২৪,৯৭,২৭২/- টাকা সাশ্রয় হয়েছে;

৫.১৮ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিহত ও গুরুতর আহত সদস্যদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি" প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক সংশ্লেষ ১,৭৬,৩৮,৮০০/- টাকা।

৬.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০১/২০২২খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানী ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	মন্তব্য
১	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/-টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	
২	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	৫,০০০/-	২,০০০/-	
৩	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	
৪	০৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৬.১ পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	বিবরণ	শ্রেণি	সংখ্যা (জন)	২০০৯	২০১৬	২০২১ সনে বর্ধিত ভাতা
				মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ	মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ	
০১	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	‘এ’ (পঙ্গুত্ব ৯৬% ১০০%)	৫২	১৮,০০০/-	৪৫,০০০/-	
		‘বি’ (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	৭২১	১২,৩৭৫/-	৩৫,০০০/-	
		‘সি’ (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৭৩২	৭,৮৭৫/-	৩০,০০০/-	
		‘ডি’ (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	৩৩১৭	৬,৭৫০/-	২৭,০০০/-	
০২	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৫,১৬৮	৫,৬২৫/-	৩০,০০০/-	
০৩	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	বীরশ্রেষ্ঠ	৭	১,৩৫০/-	৩৫,০০০/-	
		বীর উত্তম	৬৬	৫,৮৫০/-	২৫,০০০/-	
		বীর বিক্রম	১৭২	৫,৬২৫/-	২০,০০০/-	
		বীর প্রতীক	৪২৫	১১,২৫০/-	১৫,০০০/-	২০,০০০/-
	সর্বমোট		১২,৬০			

৬.২ যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাব প্রাপ্ত ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, রেশন, চিকিৎসা ভাতা, খাদ্য ভাতা, সাহায্যকারী ভাতা, উৎসব বোনাস ২টি (ঈদ-উল-ফিতর ও আযহা), মহান বিজয় দিবস ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান), বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা/পুত্র), চিকিৎসা খরচ (দেশে ও বিদেশে), মৃতদেহ দাফন/সৎকার, পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ, বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ, গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা, বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা, মোবাইল ফোন (হুইল চেয়ারধারী), পরিচয়পত্র, ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হয়;

৬.৩ অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল প্রদান করা হয়;

৬.৪ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা সহজীকরণের জন্য TMIS সফটওয়ার, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ সফটওয়্যার, রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্তদের অনলাইন ডাটাবেইজ চালুকরণ, রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগীদের ডিজিটাল পদ্ধত্তিতে ভাতা সিট তৈরি, ডিজিটাল ফাইল রেজিস্টার সফটওয়ার প্রস্তুত হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে (হটলাইন নং ১৬১৭১)।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

LIBERATION WAR MUSEUM

১.০ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ইতিহাস

১৮৬০-এর সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং: ১০০৭ এর ভিত্তিতে ২২ মার্চ, ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম, জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়-বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

৩.০ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য ও অর্জনসমূহ

৩.১ ২০১১ সালে ৪ মে তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০১৭ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখ নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন;

৩.২ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১,৯১,৬৫৪ জন শিক্ষার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন;

৩.৩ ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। এতে ১১,৪২,৯৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে;

৩.৪ ২০১২ সালে আরো একটি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস নির্মাণ করা হয়;

৩.৫ এ সময়কালে ৫,৫৭,৭৮১ জন সাধারণ দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন;

৩.৬ মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ-এ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৭,৯৯,০৪৮ জন দর্শনার্থী পরিদর্শন করেছেন;

৩.৭ ৭,৩১৪টি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ করা হয়েছে;

৩.৮ শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৪৪,৬৬৫টি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৫৩,৬১৮টি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;

৩.৯ ৩৪টি জেলা ও ৭টি বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সম্মিলনীগুলোতে ৩৩৩৮ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছে;

৩.১০ ১৩টি 'মুক্তির উৎসব' আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে ঢাকা মহানগীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩,২২,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথ নিয়েছে;

৩.১১ জাতীয় পর্যায়ে ৪৪টি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;

৩.১২ ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রামাণ্য দলিল প্রায় ৫৫,১৮৩টি সংগ্রহ করা হয়েছে;

৩.১৩ ১১টি প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংকলন করা হয়েছে;

৩.১৪ ২৫টি সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে;

৩.১৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৩৩টি বই প্রকাশ করা হয়;

৩.১৬ ৭টি উইন্টার স্কুল পরিচালনা করা হয়েছে;

৩.১৭ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে;

৩.১৮ ৫টি মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়েছে;

৩.১৯ ২১টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে;

৩.২০ প্রতিমাসে একটি করে বিশেষ বিষয়ের উপর একজন বিশেষজ্ঞ বক্তার লেকচার নিয়ে আয়োজিত হয় মাসিক লেকচার সিরিজ এ পর্যন্ত ১১ টি লেকচার সিরিজ আয়োজন করা হয়েছে;

৩.২১ ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;

৩.২২ ৬৯,৩৮২ জন ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিভ্রমণ করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd